RESONANCE
Journal of Gazole Mahavidyalaya
ISSN- XXXX XXXX
www.gmg-resonance.com

# শৈশব যখন দায়বদ্ধতা: পশ্চিমবঙ্গে স্কুলছুট হওয়ার ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের প্রভাব ও শিক্ষাগত প্রতিকার

**Durjoy Mondal**
*Assistant Professor, Department of Education, Kaliachak College*
*Malda, West Bengal, India, Email: md711989@gmail.com*

**Article History:** Submitted on: **April 5, 2026**; Accepted on: **May 2, 2026**

## সারসংক্ষেপ:

পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহ একটি গভীর সামাজিক সংকট যা সরাসরি কন্যাশিশুদের স্কুলছুট হওয়ার হার বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই গবেষণাপত্রটি রাজ্যে বাল্যবিবাহের বহুমাত্রিক কারণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণ করে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ (NFHS-5) অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় এখনও উঁচুতে অবস্থান করছে । গবেষণায় দেখা গেছে, চরম দারিদ্র্য, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব এবং কোভিড-১৯ মহামারীর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও ডিজিটাল বৈষম্য মেয়েদের অকালে বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিবাহের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যদিও রাজ্য সরকারের 'কন্যাশ্রী'র মতো প্রকল্পগুলো মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখতে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করছে, তবে কেবল আর্থিক প্রণোদনা পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ও পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা (যেমন: পৃথক শৌচাগার বা নিরাপদ যাতায়াত) দূর করতে যথেষ্ট নয়। এই চক্র ভাঙতে গবেষণায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, জীবনদক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পরিশেষে, শিক্ষানীতির সাথে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের সুসংগত মেলবন্ধনই মেয়েদের জন্য একটি সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারে।

## সূচক শব্দ:

বাল্যবিবাহ,
স্কুলছুট শিক্ষার্থী,
কন্যাশ্রী প্রকল্প,
নারী শিক্ষা,
মানবপুঁজি

## ভূমিকা

শৈশব হলো মানবজীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন একজন ব্যক্তির স্বপ্ন দেখা, শেখা এবং সুসংগত ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এটি কেবল একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমা নয়, বরং আগামীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তিপ্রস্তর। তবে বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি এই স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়। বাল্যবিবাহ কেবল শিশুর মৌলিক মানবাধিকারই লঙ্ঘন করে না, বরং দেশের "মানবপুঁজি" (Human Capital) এবং সামাজিক উন্নয়নের সামগ্রিক গতিকেও স্তিমিত করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও উপনগরী অঞ্চলগুলোতে, বিশেষত প্রান্তিক ও দরিদ্র পরিবারের কন্যাশিশুরা আজ এক গভীর অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, স্কুলছুট হওয়া এবং মাধ্যমিক স্তরে উপস্থিতির হার আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাওয়ার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে বাল্যবিবাহ (International Institute for Population Sciences 2021)।

জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ (NFHS-5) এর তথ্যানুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় এখনও উঁচুতে অবস্থান করছে, যা উদ্বেগজনক। শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সমস্যাটির গুরুত্ব দ্বৈত। একদিকে এটি শিশুর অবসর ও শিক্ষার অধিকার হরণ করছে, অন্যদিকে এটি আমাদের বিদ্যমান শিক্ষা-নীতি ও স্কুল সিস্টেমের কার্যকারিতাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতা, নিরাপত্তার অভাব এবং করোনা মহামারীর পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকট মেয়েদের

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19984102
2026, Vol-1, Issue-1

বাল্যবিবাহের দিকে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে ( ASER Centre 2021)। এর প্রভাব কেবল এক প্রজন্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং অকাল গর্ভধারণ, স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার সুযোগকেও সংকুচিত করে তোলে।

এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে বাল্যবিবাহের কারণগুলোকে বহুমাত্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা এবং এটি কীভাবে স্কুলছুট (Dropout) সমস্যার জন্ম দিচ্ছে তা খতিয়ে দেখা। গবেষণার লক্ষ্যগুলো হলো: ১. নির্দিষ্ট জেলাভিত্তিক বাল্যবিবাহ ও স্কুলছুটের মধ্যকার কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ। ২. দারিদ্র্য ও লিঙ্গবৈষম্যের মতো সাংস্কৃতিক কারণগুলোর প্রভাব চিহ্নিত করা। ৩. রাজ্য সরকারের 'কন্যাশ্রী' (Kanyashree Prakalpa) এর মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা। ৪. জীবনদক্ষতা ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে এই সমস্যা নিরসনে বাস্তবসম্মত নীতি-সুপারিশ প্রদান করা। সঠিক ডেটা এবং সমসাময়িক গবেষণার সমন্বয়ে এই আলোচনাটি নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি ব্যবহারিক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে সচেষ্ট হবে ।

## সাহিত্য পর্যালোচনা

পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহের বর্তমান পরিস্থিতি এবং শিক্ষার সাথে এর গভীর ও জটিল সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই গবেষণায় একটি বহুমাত্রিক তথ্য-কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচনার মূল ভিত্তি হিসেবে মূলত তিন ধরনের উৎসের ওপর নির্ভর করা হয়েছে: সরকারি পরিসংখ্যান, শিক্ষা বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন এবং গবেষণা প্রবন্ধ।

প্রথমত, গবেষণার পরিমাণগত (Quantitative) ভিত্তি হিসেবে জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ (NFHS-5) এর উপাত্তকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই সমীক্ষাটি রাজ্যভিত্তিক ও জেলাভিত্তিক বাল্যবিবাহের হার, নারীদের শিক্ষার স্তর এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের একটি সামগ্রিক চিত্র প্রদান করে। NFHS-5-এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিক্ষার স্তরের সাথে বাল্যবিবাহের হারের একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান (International Institute for Population Sciences 2021)। এটি কেবল বাল্যবিবাহের ব্যাপকতা নয়, বরং গ্রামীণ ও শহরভেদে এর ঘনত্বের পার্থক্য বুঝতে নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি অপরিহার্য মানদণ্ড হিসেবে কাজ করেছে।

দ্বিতীয়ত, মাঠপর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান এবং স্কুলে উপস্থিতির হার যাচাই করতে এসের (ASER/Pratham) রিপোর্টসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ করে করোনা-পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি এবং স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা বুঝতে এসের-এর জেলা-ভিত্তিক তথ্যগুলো অত্যন্ত সহায়ক। এসের-এর উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যেসব জেলায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেশি, সেখানে মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের ঝরে পড়ার হারও আশঙ্কাজনক (Pratham Education Foundation 2023)। মাঠ-নিরীক্ষণ ভিত্তিক এই তথ্যগুলো বাল্যবিবাহের সামাজিক প্রভাবকে স্থানীয় প্রেক্ষাপটে যাচাই করতে সাহায্য করে।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন পিয়ার-রিভিউড গবেষণাপত্র এই বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক গভীরতা নিশ্চিত করেছে। পল (২০১৯) তাঁর জেলা -ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, দারিদ্র্য এবং গুণগত শিক্ষার অভাব সরাসরি বাল্যবিবাহের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। তাঁর মতে , বিবাহ যত বিলম্বিত হয়, নারীর শিক্ষাগত অর্জন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তত বৃদ্ধি পায় (Paul 2019)। অন্যদিকে, ইউকিচ এবং সহকর্মীগণ (২০২১) এবং ইউনিসেফ-এর প্রতিবেদনে মহামারীর প্রভাবে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিদ্যালয় বন্ধ থাকা এবং পরিবারের আয় কমে যাওয়ায় গ্রামীণ জনপদে কন্যাশিশুদের সুরক্ষার চেয়ে বিবাহকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (Yukich et al. 2021)।

পরিশেষে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, বিশেষত "কন্যাশ্রী প্রকল্প"-এর মূল্যায়ন সংক্রান্ত সরকারি ও একাডেমিক প্রতিবেদনগুলো এখানে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে , কন্যাশ্রীর মতো আর্থিক প্রণোদনা প্রকল্পগুলো মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখতে সাময়িকভাবে সফল হলেও , গভীরতর সামাজিক প্রথা এবং পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জের কারণে এর ফলাফল সব জেলায় সমান নয়। এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যসমূহের এই সমন্বিত বিশ্লেষণ কেবল সমস্যাটি চিহ্নিত করতেই নয় , বরং কার্যকর নীতিনির্ধারণী সুপারিশ প্রদানেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

## পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহের কারণ: একটি বহুমুখী বিশ্লেষণ

পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহ একটি গভীর ও জটিল সামাজিক সমস্যা, যা কেবল আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব নয়। এর পেছনে কাজ করে দারিদ্র্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক কাঠামোর এক নিবিড় আন্তঃসম্পর্ক। নিচে এই সমস্যার কারণগুলো একটি বহুমুখী বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

**১. আর্থিক সংকট ও দারিদ্র্যের প্রভাব:** পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকায় দারিদ্র্য বাল্যবিবাহের অন্যতম প্রধান অনুঘটক। বহু পরিবারে কন্যা সন্তানকে একটি আর্থিক বোঝা হিসেবে গণ্য করা হয়। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকলে অভিভাবকরা মেয়ের বিয়ে দিয়ে সেই দায়ভার লাঘব করতে চান। গবেষণায় দেখা গেছে, যেখানে নারীশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা কঠিন বা কর্মসংস্থানের সুযোগ কম, সেখানে বাল্যবিবাহের ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে যায় ( Paul 2019)।

**২. সামাজিক কাঠামো ও নিরাপত্তার উদ্বেগ:** পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের 'পারিবারিক সম্মান' রক্ষার দায়ভার তাদের শরীরের ওপর ন্যস্ত করা হয়। শ্লীলতাহানি বা সামাজিক গ্লানির ভয়ে অনেক অভিভাবক মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে 'নিরাপদ' আশ্রয়ে পাঠাতে চান। প্রথাগত সামাজিক মূল্যবোধ এবং বর্ণভিত্তিক প্রত্যাশা এই প্রবণতাকে আরও ত্বরান্বিত করে। বিশেষ করে প্রান্তিক অঞ্চলে যৌনহিংসার ভয় অভিভাবকদের দ্রুত বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে।

**৩. শিক্ষা-প্রবেশ ও মানগত বাধা:** মেয়েরা কেন স্কুলছুট হচ্ছে, তার গভীরে গেলে দেখা যায় পরিকাঠামোগত অভাব। অনেক স্কুলে মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট নেই বা স্কুলগুলো বাড়ি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। 'অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট' বা ASER-এর বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছানোর আগেই অনেক মেয়ে স্কুল ছেড়ে দেয় , যা সরাসরি তাদের বিবাহের ঝুঁকিতে ফেলে দেয় ( ASER Centre 2023)। এছাড়াও, যে পরিবারে পুত্র সন্তানের শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেখানে কন্যাসন্তানরা অবহেলার শিকার হয়।

**৪. মহামারি ও ডিজিটাল বিভাজন:** কোভিড-১৯ অতিমারি এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে। দীর্ঘ সময় স্কুল বন্ধ থাকা এবং অনলাইন শিক্ষার অভাব (ডিজিটাল ডিভাইড) প্রান্তিক মেয়েদের মূলধারার শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ইউনিসেফের তথ্যমতে, অতিমারি পরবর্তী সময়ে পারিবারিক অনিশ্চয়তা ও আয় কমে যাওয়ায় বিশ্বব্যাপী বাল্যবিবাহের হার বেড়েছে, যার ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গও নয় (UNICEF 2021)।

**৫. নীতিগত সীমাবদ্ধতা ও কন্যাশ্রী প্রকল্প:** রাজ্য সরকারের 'কন্যাশ্রী'র মতো প্রকল্প বাল্যবিবাহ রোধে এবং নারীশিক্ষায় বিপ্লব ঘটিয়েছে। তবে কেবল আর্থিক অনুদানই যথেষ্ট নয়। প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা এবং সামাজিক মানসিকতা পরিবর্তনের অভাব অনেক সময় প্রকল্পের সুফলকে সীমিত করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় , আর্থিক সুবিধা পাওয়ার পরপরই বা ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার ঠিক পরেই বিয়ের আয়োজন করা হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদী নারী ক্ষমতায়নের পথে বাধা ।

বাল্যবিবাহের এই কারণগুলো একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দারিদ্র্য থেকে স্কুলছুট এবং স্কুলছুট থেকে বাল্যবিবাহ—এটি একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া। এই চক্র ভাঙতে হলে কেবল আইনের প্রয়োগ নয়, বরং গুণগত শিক্ষা, সামাজিক সচেতনতা এবং মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করা জরুরি ।

## শিক্ষার ওপর বাল্যবিবাহের প্রভাব

বাল্যবিবাহ কেবল একটি সামাজিক ব্যাধি নয়, বরং এটি একটি উন্নয়নমূলক সংকট যা বিশেষত কিশোরী মেয়েদের শিক্ষার অধিকারকে সমূলে বিনাশ করে। শিক্ষার সঙ্গে বাল্যবিবাহের সম্পর্কটি অত্যন্ত গভীর এবং নেতিবাচক। একে মূলত তিনটি প্রধান আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা যায়: সরাসরি বিদ্যালয়ছুট বা ড্রপআউট, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে স্থবিরতা এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলা শিক্ষার চক্রাকার ক্ষতি। নিচে শিক্ষার ওপর বাল্যবিবাহের বহুমুখী প্রভাবগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

**১. অকাল স্কুলছুটি ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি:** বাল্যবিবাহের প্রথম এবং প্রধান শিকার হয় মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বিয়ের পর বিশেষ করে গ্রামীণ ও রক্ষণশীল সমাজে মেয়েদের ওপর গৃহস্থালির কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (NFHS-5) এবং 'অ্যাসার' (ASER)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, যেসব অঞ্চলে বাল্যবিবাহের হার বেশি, সেখানে মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের উপস্থিতির হার উদ্বেগজনকভাবে কম (International Institute for Population Sciences 2021)। বিয়ের পরপরই কিশোরীরা স্কুল থেকে ছিটকে পড়ে, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয় ।

**২. বৌদ্ধিক বিকাশ ও আত্মবিশ্বাসের হানি:** শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান নয়; এটি একজন ব্যক্তিকে সামাজিক দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং জীবন গড়ার রসদ জোগায়। বাল্যবিবাহের ফলে একজন কিশোরী এই সুযোগগুলো থেকে বঞ্চিত হয়। অল্প বয়সে সংসার ও মাতৃত্বের বোঝা তার মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। গবেষণায় দেখা গেছে, বিবাহের বয়স যত পিছিয়ে দেওয়া হয়, স্কুলে কাটানো বছরের সংখ্যা তত বাড়ে এবং এটি সরাসরি নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করে ( UNICEF 2023)। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা 'এজেন্সি' তৈরি হয় না, যা তাদের পরনির্ভরশীল করে তোলে।

**৩. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব:** শিক্ষাহীন বা স্বল্পশিক্ষিত একজন মা যখন পরিবার গঠন করেন, তার সন্তানদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বা সামর্থ্যও সীমিত থাকে। এর ফলে দারিদ্র্য ও অশিক্ষার একটি চক্রাকার আবর্ত তৈরি হয়। মা শিক্ষিত না হলে পরবর্তী প্রজন্মের পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার মান নিম্নগামী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। বাল্যবিবাহ এভাবে শিক্ষার বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী প্রাচীর তুলে দেয়, যা ভাঙতে কঠোর আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি ।

**৪. স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ও নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষার অন্তরায়:** অল্প বয়সে গর্ভধারণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিলতা মেয়েদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়। ইউনিসেফের তথ্যমতে, অকাল মাতৃত্বের কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতার দিকে ঠেলে দেয়, যার ফলে তারা আর কোনোদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরতে পারে না (UNICEF 2022)। শিশুমৃত্যু বা জন্মগত ত্রুটির মতো ট্রমাও তাদের শিক্ষার ধারাবাহিকতাকে স্থায়ীভাবে ব্যাহত করে ।

**৫. অতিমারি-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ ও ডিজিটাল বৈষম্য:** কোভিড-১৯ অতিমারির সময় স্কুল বন্ধ থাকা এবং পরিবারের আর্থিক সংকট বাল্যবিবাহের হারকে ত্বরান্বিত করেছে। বিশেষ করে ডিজিটাল শিক্ষার সুযোগ যেখানে কম ছিল , সেখানে মেয়েদের স্কুল থেকে সরিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হয়েছে। এই সাময়িক বিচ্যুতি দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে , যা শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্ত করছে।

**৬. উত্তরণের পথ ও শিক্ষানীতি:** শিক্ষাব্যবস্থায় মেয়েদের ধরে রাখতে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ প্রয়োজন:

- **আর্থিক প্রণোদনা:** 'কন্যাশ্রী'র মতো প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- **অবকাঠামো উন্নয়ন:** স্কুলে যাতায়াতের জন্য নিরাপদ পরিবহন এবং উন্নত স্যানিটেশন (টয়লেট) সুবিধা নিশ্চিত করা ।
- **বৃত্তিমূলক শিক্ষা:** প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, যা তাদের অর্থনৈতিক বিকল্প তৈরি করবে।
- **কাউন্সেলিং:** পরিবার ও সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্কুল-ভিত্তিক নিয়মিত কাউন্সেলিং কর্মসূচি পরিচালনা করা ।

পরিশেষে বলা যায়, বাল্যবিবাহ কেবল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা নয়; এটি একটি জাতীয় সমস্যা যা দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের পথে বড় বাধা। যখন একটি মেয়ে শিক্ষিত হয়, তখন সে কেবল নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করে না, বরং একটি সমাজ ও প্রজন্মকে আলোকিত করে। তাই শিক্ষাকে হাতিয়ার করেই বাল্যবিবাহের এই শিকল ভাঙতে হবে।

## সরকারি উদ্যোগ ও তার সীমাবদ্ধতা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী উন্নয়ন ও শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালায় মেয়েদের স্কুলমুখী করা এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট হস্তক্ষেপ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এর মধ্যে প্রধানতম হলো 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' (Kanyashree Prakalpa)। এটি একটি শর্তসাপেক্ষ নগদ অর্থ প্রদান (Conditional Cash Transfer) কর্মসূচি, যার মূল লক্ষ্য হলো আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কিশোরীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং আঠারো বছর বয়সের আগে বিয়ে নিরুৎসাহিত করা। প্রতীচী ট্রাস্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী , এই আর্থিক প্রণোদনা মেয়েদের মধ্যে এক ধরণের আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র পরিবারগুলোকে মেয়ের বিয়ে বিলম্বিত করতে উৎসাহিত করেছে (Pratichi/WB Evaluation Report)। এছাড়া 'রূপশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে বিয়ের সময় এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং জেলাভিত্তিক বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচি শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করেছে।

### *সীমাবদ্ধতার স্বরূপ*

তবে কেবল আর্থিক অনুদান দিয়ে একটি গভীর সামাজিক সমস্যার মূলে পৌঁছানো সম্ভব কি না , তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এই সরকারি উদ্যোগগুলোর প্রধান সীমাবদ্ধতাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

**১. সামাজিক মানসিকতার জড়তা:** আর্থিক প্রণোদনা সাময়িকভাবে সহায়ক হলেও তা রাতারাতি দীর্ঘদিনের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা বা লিঙ্গভিত্তিক সংস্কার বদলাতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক 'সম্মান' বা নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে পরিবারগুলো সরকারি সাহায্যের চেয়ে দ্রুত বিয়ে দেওয়াকেই শ্রেয় মনে করে (Paul 2019)।

**২. প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত ত্রুটি:** প্রশাসনিক স্তরে আবেদনের জটিলতা, তথ্যের অভাব এবং অর্থ বিতরণে বিলম্ব অনেক সময় প্রকল্পের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। এছাড়া, এসার (ASER Centre) এবং ইউনিসেফের (UNICEF) প্রতিবেদনগুলো থেকে দেখা যায় যে, অনেক বিদ্যালয়ে পৃথক শৌচাগার, নিরাপদ পানীয় জল বা যাতায়াতের সুব্যবস্থার অভাবে কেবল আর্থিক অনুদান পেয়েও মেয়েরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ছে ।

**৩. ডিজিটাল বিভাজন ও অতিমারির প্রভাব:** কোভিড-১৯ অতিমারি পরবর্তী সময়ে ডিজিটাল বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে। অনলাইন শিক্ষার সুযোগ সবার কাছে না পৌঁছানোয় প্রান্তিক এলাকার অনেক মেয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে , যা সরকারি অনুদান দিয়ে পুরোপুরি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি ( UNICEF 2017)।

**৪. সমন্বয়ের অভাব:** শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় প্রশাসন—এই তিন স্তরের মধ্যে সুসংগত সমন্বয়ের অভাব থাকায় অনেক সময় সরকারি সাহায্যগুলো বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। ফলে এটি একটি সর্বাঙ্গীন সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিতে পারছে না ।

সরকারি উদ্যোগগুলো সফল করতে হলে কেবল অর্থের ওপর নির্ভর না করে স্থানীয় জনসমুদায়ের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয়গুলোর ভৌত পরিকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করা জরুরি। সমন্বিত উদ্যোগই পারে দীর্ঘমেয়াদে বাল্যবিবাহ মুক্ত এবং শিক্ষিত একটি সমাজ গঠন করতে।

## শিক্ষাগত প্রতিকার ও সুপারিশ

বাল্যবিবাহ রোধে শুধুমাত্র আর্থিক অনুদান বা সাময়িক সচেতনতা যথেষ্ট নয় ; এর জন্য প্রয়োজন একটি সুসংহত এবং দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষামূলক সংস্কার। যখন একটি মেয়ের শিক্ষা তাকে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন এবং সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় , তখনই পরিবারগুলো বাল্যবিবাহের পথ থেকে সরে আসে। নিচে অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণার ভিত্তিতে শিক্ষাগত প্রতিকার ও সুপারিশগুলো আলোচনা করা হলো:

**১. পরিকাঠামো ও নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা:** মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের স্কুল ছুটের অন্যতম প্রধান কারণ হলো অনিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয়ে নূন্যতম স্বাস্থ্যবিধির অভাব। গবেষণায় দেখা গেছে , যেসব জেলায় উন্নত স্কুল-সুবিধা এবং নিরাপদ

যাতায়াত ব্যবস্থা বিদ্যমান, সেখানে মেয়েদের স্কুলে উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (ASER Centre 2021)। তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য পৃথক ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট, পিরিয়ড-কালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্কুল যাতায়াতে সরকারি বাস বা নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করা জরুরি।

**২. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সংযোজন:** শিক্ষাকে যদি কেবল পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনমুখী ও অর্থোপযোগী করা যায়, তবেই তা পরিবারের কাছে 'বিনিয়োগ' হিসেবে গণ্য হবে। মাধ্যমিক স্তর থেকেই ভোকেশনাল কোর্স, আইটি প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির দক্ষতা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় শিল্প-কেন্দ্র ও পঞ্চায়েত স্তরের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো মেয়েদের আয়ের পথ প্রশস্ত করে, যা সরাসরি বাল্যবিবাহের ঝুঁকি কমিয়ে দেয় (Paul 2019)।

**৩. জীবনদক্ষতা ও জেন্ডার-সংবেদনশীল পাঠ্যক্রম:** বাল্যবিবাহ মোকাবিলায় পাঠ্যক্রমে লিঙ্গ সমতা, আইনি অধিকার এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য। 'Girls Not Brides' এর মতো সংস্থাগুলো জোর দিয়ে বলছে যে, যখন মেয়েরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন তারা নিজেরাই নিজেদের সুরক্ষায় সোচ্চার হতে পারে। এর পাশাপাশি নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশ এবং 'প্যারেন্টিং এডুকেশন' এর মাধ্যমে সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন আনা সম্ভব ।

**৪. ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি ও কাউন্সিলিং পরিষেবা:** মহামারী-উত্তর সময়ে অনলাইন শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে কম খরচে ডেটা এবং ট্যাব প্রদানের মাধ্যমে ডিজিটাল বৈষম্য দূর করতে হবে। এছাড়া প্রতিটি স্কুলে মানসিক স্বাস্থ্য ও ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং ইউনিট থাকা প্রয়োজন। ঝুঁকিপূর্ণ কিশোরীদের চিহ্নিত করে তাদের সময়মতো সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করলে ঝরে পড়ার হার কমে (UNICEF 2021)।

**৫. পঞ্চায়েত ও স্থানীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ:** নীতিমালার সফল বাস্তবায়নে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বা পঞ্চায়েতের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্থানীয় নেতাদের সমন্বয়ে একটি 'কমিউনিটি মনিটরিং' ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত। কন্যাশ্রী প্রকল্পের মতো উদ্যোগগুলোর মূল্যায়ন রিপোর্টে দেখা গেছে যে, যখন স্থানীয় পর্যায় থেকে সঠিক ডেটা সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন সরকারি প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় (Kanyashree Assessment 2017)।

বাল্যবিবাহ নির্মূল করতে হলে শিক্ষা-নীতির সাথে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের সমন্বয় প্রয়োজন। একক কোনো পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হবে না; বরং দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন, ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জীবনমুখী শিক্ষার মেলবন্ধনই পারে মেয়েদের জন্য একটি সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে (Yukich et al. 2021)।

## উপসংহার

শৈশব হলো মানবজীবনের সেই ভিত্তিপ্রস্তর, যেখানে একজন ব্যক্তির স্বপ্ন দেখা এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাল্যবিবাহ এই স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। এই আলোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট যে, বাল্যবিবাহ কেবল একটি সামাজিক ব্যাধি নয়, বরং এটি মেয়েদের শিক্ষার অধিকার হরণকারী এক উন্নয়নমূলক সংকট। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ (NFHS-5) এবং এসের (ASER)-এর প্রতিবেদনগুলো এক উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরেছে, যেখানে দেখা যায় যে দারিদ্র্য, নিরাপত্তার অভাব এবং করোনা মহামারি-পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকট মেয়েদের অকালে স্কুল থেকে ছিটকে দিচ্ছে এবং বিবাহের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দারিদ্র্য থেকে স্কুলছুট এবং স্কুলছুট থেকে বাল্যবিবাহ—এই চক্রাকার প্রক্রিয়াটি রাজ্যের মানবপুঁজি উন্নয়নের পথে এক বিশাল প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

রাজ্য সরকারের 'কন্যাশ্রী'র মতো প্রকল্পগুলো মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখতে এবং বাল্যবিবাহ রোধে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করলেও, কেবল আর্থিক প্রণোদনা এই সমস্যার সমূলে বিনাশ ঘটাতে পারছে না। দীর্ঘদিনের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা এবং বিদ্যালয়ের ভৌত পরিকাঠামোর অভাব (যেমন পৃথক শৌচাগার বা নিরাপদ যাতায়াত) এখনও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান। গবেষণায় দেখা গেছে, বিবাহের বয়স যত পিছিয়ে দেওয়া হয়, নারীর শিক্ষাগত অর্জন এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তত বৃদ্ধি

পায়। তাই আগামী দিনে বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়তে হলে আমাদের প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে, যা মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথ প্রশস্ত করবে।

ভবিষ্যৎ পথচলায় কেবল সরকারি নীতি নয়, বরং স্থানীয় পঞ্চায়েত, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং অভিভাবক মহলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি। জীবনদক্ষতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এবং জেন্ডার-সংবেদনশীল পাঠ্যক্রম কিশোরীদের নিজস্ব 'এজেন্সি' বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি করতে সাহায্য করবে। পরিশেষে বলা যায়, বাল্যবিবাহ নির্মূল করতে হলে শিক্ষা-নীতির সাথে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের এক সুসংগত মেলবন্ধন প্রয়োজন। শিক্ষাকে হাতিয়ার করেই যখন একটি মেয়ে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের সক্ষমতা অর্জন করবে, তখনই সমাজ ও পরবর্তী প্রজন্ম অন্ধকার থেকে আলোর পথে অগ্রসর হবে।

## তথ্যসূত্র


ASER Centre. 2021. *Annual Status of Education Report (Rural) 2021*. New Delhi: ASER Centre.

ASER Centre. 2023. *Annual Status of Education Report (Rural) 2022*. New Delhi: ASER Centre.

Ghosh, Biswajit. 2020. "Child Marriage of Girls in West Bengal: Factors and Challenges." *Journal of Social Studies* 12, no. 2: 45–62.

Girls Not Brides. 2020. "Theory of Change on Child Marriage." Accessed October 2023. https://www.girlsnotbrides.org/.

International Institute for Population Sciences and ICF. 2021. *National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–21: India: Volume I*. Mumbai: IIPS.

Kanyashree Assessment. 2017. *Impact Assessment of Kanyashree Prakalpa: A Report*. Department of Women and Child Development and Social Welfare, Government of West Bengal.

Paul, P. 2019. "Child Marriage among Girls in India: Prevalence, Trends and Socio-economic Determinants." *Journal of Biosocial Science* 51, no. 2: 173–191.

Paul, Pintu. 2019. "Child Marriage and Its Potential Determinants in India: Evidence from NFHS-4." *Journal of Biosocial Science* 51, no. 5: 645–661.

Paul, Pintu. 2019. "Predictors of Child Marriage in India: Evidence from a National Level Survey." *Social Change* 49, no. 4: 601–618.

Paul, Samrat. 2019. "Impact of Kanyashree Prakalpa on Girl's Education and Child Marriage: A Case Study of West Bengal." *Journal of Social Science and Humanities* 4, no. 2: 45–58.

Pratichi (India) Trust. 2018. *An Evaluation Report on Kanyashree Prakalpa in West Bengal*. Kolkata: Government of West Bengal.

Pratham Education Foundation / ASER Centre. 2023. *Annual Status of Education Report (Rural) 2022*. New Delhi: ASER Centre.

Sarkar, Pinaki. 2022. "Impact of Kanyashree Prakalpa on Girl's Education: A Case Study in West Bengal." *International Journal of Educational Research and Development* 5, no. 1: 112–125.

UNICEF. 2017. *Ending Child Marriage: A Profile of Progress in India*. New York: UNICEF.

UNICEF. 2021. *Child Marriage in the Time of COVID-19: A Crisis of Progress*. New York: UNICEF.

UNICEF. 2021. *COVID-19: A Threat to Progress Against Child Marriage*. New York: UNICEF.

UNICEF Data and Analytics Section. 2022. *Is an End to Child Marriage within Reach? Latest Trends and Future Prospects*. New York: UNICEF.

UNICEF. 2023. “Child Marriage and Education.” Accessed October 2023. https://www.unicef.org/protection/child-marriage.

World Bank. 2018. *Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls*. Washington, DC: World Bank Group.

Yukich, J., and H. J. Croft. 2021. “The Impact of COVID-19 on Child Marriage: A Systematic Review.” *Journal of Adolescent Health* 69, no. 6: S1–S3.

Yukich, J., W. J. Machingura, and J. Hutchinson. 2021. “Cost-effectiveness of Interventions to Prevent Child Marriage.” *The Lancet Global Health* 9, no. 3: 215–224.

Yukich, Joshua, et al. 2021. “The Impact of COVID-19 on Child Marriage: A Systemic Review and Conceptual Framework.” *The Lancet Global Health* 9, no. 3: 320–328.